بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

মুরাইসি'র যুদ্ধের পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদী তথা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৯ আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

মুরাইসি'র যুদ্ধের বর্ণনা চলছিল। এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে আবদুল্লাহ্ বিন আবি মহানবী (সা.) কে উদ্দেশ্য করে অবমাননাকর কথা বলেছিল এবং কপটতাপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর সীরাত খাতামান্নাবীঈন গ্রন্থে এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা করে লিখেছেন যে যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে মহানবী (সা.) কয়েকদিন মুরাইসিতে অবস্থান করেন, তবে সে সময় মুনাফিকদের পক্ষ থেকে এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যে দুর্বল মুসলমানদের মধ্যে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এর বিচক্ষণতা এবং চৌম্বকীয় প্রভাব মুসলমানদেরকে এর বিপজ্জনক পরিণতি থেকে রক্ষা করেছিল।

ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল যে, হযরত উমরের এক মুক্ত ক্রীতদাস, যার নাম জাহ্‌জা, মারিসিতে একটি ঝরনা থেকে পানি আনতে গিয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে, একই সময়ে সিনান নামে আরেক ব্যক্তি, যিনি আনসারদের সহযোগী ছিলেন, সেখানে পানি তুলতে আসেন। এই দুই ব্যক্তিই ছিলেন অজ্ঞ সাধারণ মানুষ। ঝরণার কাছে তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। জাহ্‌জা সিনানকে আঘাত করে। তখন সিনান চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হে আনসার সম্প্রদায়! আমার সাহায্যে এস।'

জাহ্জা এটা দেখে মুহাজিরদেরও সাহায্যের জন্য ডাকে। এই আওয়াজ শুনে আনসার ও মুহাজিরগণ তাদের তরবারি নিয়ে ঝরনার দিকে ছুটে গেলেন এবং দেখতে দেখতে সেখানে প্রচুর ভিড় একত্রিত হল। উভয় গোষ্ঠিই একে অপরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু কিছু জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত মুহাজির এবং আনসার যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অবিলম্বে তাদেরকে নিরস্ত করে এবং তাদের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটায়। বিষয়টি নবীজির (সা.) কাছে পৌঁছালে তিনি একে অজ্ঞতার যুগের প্রদর্শন বলে অভিহিত করেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

যখন এই ঘটনার খবর মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের কাছে পৌঁছল, সে এই ফিতনাকে আবার আলোড়িত করতে চাইল। সে তার অনুসারীদেরকে মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে উস্কানি দেয় এবং বলে, যখন আমরা মদীনায় যাব তখন সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি বা দল সর্বাধিক নিন্দিত ব্যাক্তি বা দলকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করবে। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন একজন সৎ মুসলিম যুবক যায়েদ বিন আরকাম (রা.)। এসব কথা শুনে তিনি সাথে সাথে তার চাচার মাধ্যমে মহানবী (সা.) কে অবহিত করলেন। হযরত উমর (রা.) এসব কথা শুনে ক্রোধান্বিত হলেন এবং আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিকে হত্যার জন্য আল্লাহ্র রসূলের কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) নম্র হতে বললেন এবং আবদুল্লাহ ও তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। সে শপথ করে বলল, আমরা এমন কথা বলিনি। এ সময় মহানবী (সা.) অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হয়ে যায়। তখন উসায়েদ বিন হুযাইর (রা.) মহানবী (সা.)-কে এরকম আকস্মিক ও অসময়ে অভিযানে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) বললেন, তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনে আবির কথা শোনোনি। উত্তরে উসাইদ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল, আপনি ইচ্ছা করলে মদীনায় পৌঁছে আবদুল্লাহ ইবনে আবিকে শহর থেকে বিতাড়িত করতে পারেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবির পুত্র বিষয়টি জানতে পেরে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আপনি যদি আমাকে আদেশ করেন, আমি অবিলম্বে আবদুল্লাহ ইবনে আবির মাথাটি আপনার কাছে পেশ করব। মহানবী (সা.) বললেন, আমি তাকে হত্যা করার ইচ্ছাও করিনি এবং কাউকে তা করার নির্দেশও দিইনি। আমরা অবশ্যই তার সাথে উত্তম আচরণ করব। এই সফরে মহানবী (সা.) এর কাছে একটি ওহী অবতীর্ণ হয়, যাতে যায়েদ বিন আরকাম- (রা.) এর বক্তব্যের সত্যায়ন হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই পুরো ঘটনাটি বর্ণনা করে বলেন যে, যখন ইসলামী বাহিনী মদীনার নিকটবর্তি পৌঁছায়, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আবির পুত্র এগিয়ে গিয়ে তার পিতার পথ বন্ধ করে দিয়ে বললো: আমি তোমাকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেব না যতক্ষণ না তুমি মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা তোমার শব্দগুলো ফিরিয়ে না নেবে। যে মুখ থেকে তুমি বলেছ যে আল্লাহ্র নবী নিন্দিত এবং তুমি সম্মানিত, সেই মুখেই তোমাকে বলতে হবে যে আল্লাহ্র নবী (সা.)'ই সর্বাধিক সম্মানিত এবং তুমি নিন্দিত। আবদুল্লাহ ইবনে আবি ইবনে সলুল বিস্মিত ও ভীত হয়ে বলল, হে পুত্র! আমি তোমার সাথে একমত, মুহাম্মদ (সা.) ই প্রকৃতার্থে সম্মানিত এবং আমিই হলাম সর্বাধিক নিন্দিত। তরুণ আবদুল্লাহ্ তার পিতাকে এবার ছেড়ে দিলেন।

এ সফরে নবীজির উটনীটিও হারিয়ে যায়। এক মুনাফিক এটা উদযাপন করতে লাগলো এবং এক মজলিসে বলল যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্যের বড় খবর পান, তাহলে

তিনি কি এই উট সম্পর্কে জানতে পারতেন না? মজলিসে উপস্থিত সাহাবীরা যখন তার কপট কথা শোনে, তখন তারা তাকে নিজেদের থেকে আলাদা করে দেয়। যখন সে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মজলিসে পৌঁছালো, তখন তিনি (সা.) বললেন যে, এক ব্যক্তি এই ঘটনা উদযাপন করছে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহ্ই জানেন এবং তিনি আমাকে এই উটনীটি সম্পর্কে অবগত করেছেন যে আমার সামনে এই উপত্যকায় সে এখন অবস্থান করছে।

সেই মুনাফিক বিস্মিত ও মর্মাহত হল এবং অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে সাহাবীদের মজলিসে বলল যে, মহানবী (সা.) সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু আজ আমার সকল সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। অর্থাৎ মনে হয় যেন আজই আমি মুসলমান হয়েছি।

হুযূর আনোয়ার বলেন, এর আরও বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তিতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়েও কিছু বলতে চাই।

সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, সরকারের পতন হয়েছে কিন্তু নৈরাজ্য এখনও বিদ্যমান, গতকাল থেকে অবস্থার একটু উন্নতি হয়েছে। জামা'ত বিরোধীরা এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে আহমদীদের ক্ষতি করতে শুরু করেছে। আমাদের কয়েকটি মসজিদ ভাংচুর ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামিয়া আহমদিয়া ও জামা'তের বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাঙচুর ও সম্পদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক আহমদী আহত হয়েছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আসবাবপত্র জ্বালানো হয়েছে। কয়েকটি বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এটা একেবারেই বেআইনি।

জলসার দিনগুলিতে ওই এলাকার আহমদীরা ইতিপূর্বে দু'বার ভোগান্তির শিকার হয়েছে। কিন্তু তাদের ঈমানে কোনো ধরনের দুর্বলতা আসতে দেয় নি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা ঈমানের দিক থেকে খুবই দৃঢ় এবং তারা বলেছে, আল্লাহ্ তা'লার জন্য আমরা এটিও সহ্য করবো। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি দয়া ও কৃপা করুন এবং আহমদীদেরকে নিজের সুরক্ষার চাঁদরে আবৃত রাখুন। আর বিরোধীদেরকে ধৃত করুন।

একইভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের পরিস্থিতি উন্নতি হওয়ার জন্যও দোয়া করুন। সেখানেও কঠিন অবস্থা বিরাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। বর্তমানে সেখানে মৌলভী ও স্বার্থপর লোকেরা আহমদীদের বিরুদ্ধে অতি উৎসাহী। আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.)-এর নামে এই লোকেরা অত্যাচার-নিপীড়ন চালাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যবস্থা করুন।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিপীড়নকারীদের ধৃত করুন, আর এই অত্যাচারের অবসান হোক। সামগ্রিকভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়া করুন। তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সর্ম্পক স্থাপনকারী হয় এবং যুগ ইমামের মান্যকারী হয়। এটিই একমাত্র মুক্তির পথ, কিন্তু এই লোকেরা তা বোঝে না।

পরিশেষে হুযূর (আই.) একজন শহীদ এবং আরেকজন মরহুমার স্মৃতিচারণ করেন।

প্রথমজন পাকিস্তানের গুজরাতের অধিবাসী জনাব ডাক্তার যুকাউর রহমান সাহেব যাকে

সম্প্রতি ৫৩বছর বয়সে শহীদ করা হয়েছে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে অগ্রগামী এবং মানবসেবার চেতনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। দরিদ্র রোগীদের তিনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। স্ত্রী ছাড়াও এক পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

দ্বিতীয়জন, মালিক বশীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিনী শ্রদ্ধেয়া সাঈদা বশীর সাহেবা। মরহুমা সম্প্রতি ৮৩ বছর বয়সে মারা যান। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি ঘানার মুরব্বী মালিক গোলাম আহমদ সাহেবের মাতা ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তিনি তার মায়ের জানাযা ও দাফনে অংশ নিতে পারেননি। মরহুমা ওসীয়্যাতকারী ছিলেন। মৃত্যুকালে এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে যান। মরহুমা নিয়মিত তাহাজ্জুদ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের প্রতি বদ্ধপরিকর ছিলেন। খিলাফতের প্রতি আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রদর্শনকারী, দোয়াকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্টি পোষণকারী একজন বুযুর্গ মহিলা ছিলেন।

হুযূর আনোয়ার তাদের উভয়ের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তক: হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে (রাহে.) রচিত 'জাতীয় সংহতি ও উন্নয়নের আন্তরিক আহ্বান' (সমাপনী ভাষণ জলসা সালানা কাদিয়ান ১৯৯১)। পুস্তকটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

9 August 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat